দৈনিক ইনকিলাব

189

তারিখ 30 JUN 1987 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম 3 ... ...

১৫ই আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

# শিক্ষাঙ্গন

## আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষার ধারক-বাহক হলেন সরকার, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক। এদের ঐকান্তিক ইচ্ছায় ও চেষ্টায় প্রকৃত ছাত্র-ছাত্রী গড়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে কারো দায়িত্ব কম নয়। যুগের চাহিদা অনুসারে প্রণীত হয় শিক্ষা ব্যবস্থা। বর্তমান সরকার ১৯৮২-৮৭ সালের জন্য নতুন শিক্ষা নীতি ঘোষণা করেছেন। এতে শিক্ষাকে ৪টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। ১ম শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাইমারী, ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রস্তুতিমূলক এবং ৯ম থেকে ১২শ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক। এর পরবর্তী পর্যায় উচ্চ শিক্ষা। এ শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্য হলো ১ম শ্রেণীতে মাতৃভাষার সাথে আরবী অবশ্য পাঠ্য এবং ২য় শ্রেণী থেকে ইংরেজী বাধ্যতামূলক। কয়েক বছর আগে ৮ম শ্রেণীর পরে ৯ম শ্রেণী থেকে যে বহুমুখী প্রবাহের সৃষ্টি করা হয়েছিল বর্তমান শিক্ষানীতিতে তা বাতিল করে ১১শ থেকে শুরু করার কথা বলা হয়েছে। ৮ম শ্রেণীর পর যারা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার দিকে যেতে চায় না তারা ভকেশনাল ও ট্রেড ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে পারবে। বইয়ের বিদ্যায় যে জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব কাজের মধ্যদিয়ে সেই জ্ঞানকে বাস্তব করে তুলতে হবে।

দেশের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। সুতরাং এটা সংগত কারণেই আশা করা যায় যে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক কারিকুলামে শতকরা ৯০ জন মানুষের ধর্মীয় চিন্তা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন অবশ্যই থাকতে হবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামী চরিত্রের বিকাশ কি সম্ভবপর? ইসলামী জীবনাদর্শ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও চেতনাবোধকে জাগ্রত ও সম্প্রসারিত করতে হলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আদর্শের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করাই সরকারের প্রধান দায়িত্ব। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ইসলামিয়াত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু গোটা পাঠ্যতালিকাকে সংশোধন না করে অনৈসলামিক শিক্ষা পদ্ধতিতে ধর্মীয় শিক্ষার ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নের ব্যাপারে আদৌ কোন শুভ ফল আশা করা যায় না। সপ্তাহে দু'এক ঘন্টা ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করে আমাদের তরুণ সমাজের চিন্তা ও বিশ্বাসে ইসলামী চেতনাবোধকে জাগ্রত করা সম্ভব হবে বলে মনে করি না। যদি সত্যি আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মুমিন, মুসলিম হিসেবে দেখতে ইচ্ছা করি তাহলে আমাদের পাঠ্যতালিকা ও পাঠ্য পুস্তক হতে ইসলামী আকিদা বিরোধী বিষয়বস্তুকে বাদ দিতে হবে। শুধু ইসলামিয়াতই নয়, গোটা পাঠ্য তালিকায় ইসলামী আদর্শের বুনিয়াদে পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন।

ধর্মহীন ব্যক্তিরা সৎভাবে জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত হতে পারে না। শিক্ষিত ধর্মহীন ব্যক্তি যে কোন দুর্নীতি করতে পারেন। কিন্তু একজন ধর্মপ্রায়ণ ব্যক্তি অপরাধমূলক কাজ করতে ভয় পান। তাই শিক্ষা ব্যবস্থা এমন ছাঁচে ঢেলে সাজানো দরকার যাতে দুর্নীতি, বিশৃংখলার মূল উৎপাটিত হয় এবং দেশে শান্তি-শৃংখলা বিরাজ করে প্রতিটি ক্ষেত্রে। আর তা করতে পারলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হবে।

— এম, এ,শহীদ।